স্ফিয়ার স্ট্যান্ডার্ডস বা আদর্শমান এবং করোনাভাইরাস মোকাবেলা

বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে করোনাভাইরাস। কোভিড-১৯ এই মহামারী কীভাবে ব্যক্তি, সমাজ, মানবিক সহায়তাকারী সংশ্লিষ্টরা সব চেয়ে কার্যকর ভাবে মোকাবেলা করতে পারেন? দুর্যোগ মোকাবেলায় স্ফিয়ার স্ট্যান্ডার্ডস বা মানদণ্ড কীভাবে আমাদের দিক নির্দেশনা দিতে পারে?

লব্ধ জ্ঞান ছড়িয়ে দেই সবার কাছে

বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে করোনাভাইরাসের দুর্যোগ মোকাবেলায় লব্ধ ফলপ্রসূ অভিজ্ঞতা, কার্যপ্রক্রিয়া ইত্যাদি সংগ্রহ করে দুর্যোগ মোকাবেলায় নিয়োজিত অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছে স্ফিয়ার। এই ডকুমেন্টটির বিষয়ে আপনার কোনো মন্তব্য বা পরামর্শ থাকলে অথবা আপনার অর্জিত কোনো অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান অন্যদের সাথে শেয়ার করতে চাইলে, দয়া করে যোগাযোগ করুন handbook@spherestandards.org.

দিক নির্দেশনাটির গঠন

কারিগরি দিক-নির্দেশনা বা টেকনিক্যাল গাইডেন্সটিকে দু'টি বিভাগে সাজানো হয়েছেঃ

ক) প্রথম ভাগে রয়েছে, একটি সফল এবং সামগ্রিক দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নীতিমালা সমূহ, আর

খ) দ্বিতীয় অংশে স্ফিয়ার হ্যান্ডবুকের WASH ও স্বাস্থ্য বিষয়ক চ্যাপ্টারগুলোতে উল্লেখিত প্রাসঙ্গিক আদর্শমান এবং দিক নির্দেশনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ক) সামগ্রিক কর্মপদ্ধতি (Holistic approach)

মানবিক কর্মকাণ্ডে স্ফিয়ার একটি সামগ্রিক এবং জনকেন্দ্রিক কর্মপদ্ধতি বা এপ্রোচ এর প্রবর্তন করেছে। স্ফিয়ার হ্যান্ডবুকে রয়েছে তিনটি ফাউন্ডেশন চ্যাপ্টার - **মানবিক সনদপত্র**, **সুরক্ষা নীতিমালা** এবং **মানবিক সহায়তার মূল আদর্শমান**। এই ফাউন্ডেশন চ্যাপ্টারগুলোর আলোকেই পরবর্তি চারটি টেকনিক্যাল চ্যাপ্টার বিস্তৃত হয়েছে। করোনাভাইরাস[১] দুর্যোগ মোকাবেলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি সামগ্রিক উপাদান বা ফ্যাক্টরস: প্রথমতঃ মানুষ কে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে, শুধুমাত্র একটি সংখ্যা বা কেইস হিসেবে নয়। স্ফিয়ার হ্যান্ডবুকের সকল আলোচনায়, সবার আগে **মানুষের আত্ম-মর্যাদার** বা human dignity গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, **সংঘবদ্ধ সামাজিক উদ্যোগ বা কমিউনিটির এনগেজমেন্ট** অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং তৃতীয়তঃ, করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধ করতে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর **অন্যান্য চাহিদার** কথা ভুলে গেলে চলবে না, মনে রাখতে হবে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা সেবার কথা।

---

[১] **করোনাভাইরাস কোভিড-১৯ সম্পর্কিত**

করোনাভাইরাস, ভাইরাসের একটি বৃহৎ পরিবার। সর্বশেষ আবিষ্কৃত করোনাভাইরাস প্রথম চিহ্নিত হয় চীনের হুবাই অঞ্চল ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে। মানব শরীর এই ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হলে কোভিড-১৯ রোগ হয়। তীব্র সংক্রমণে কোভিড-১৯ এর ফলে নিউমোনিয়া, শ্বাস যন্ত্রের তীব্র সংক্রমণ, মূত্র তন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া সহ মৃত্যু হতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী ২৬ শে ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী ৮১,০০০ মানুষের মৃত্যু ঘটেছে এই কোভিড-১৯ রোগাক্রান্ত হয়ে।

এই ডকুমেন্টটি তৈরীতে ডঃ এবা পাশা-র অবদানের জন্য স্ফিয়ার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।

১) মানবিক আত্ম-মর্যাদা (Human Dignity)

মানবিকতার সনদপত্র (Humanitarian Charter)-এর মূলনীতি সমূহকে সমুন্নত রেখে স্ফিয়ার হ্যান্ডবুকটি ব্যবহার করতে হবে। সকল **মানুষের আত্ম-মর্যাদাপূর্ণ** জীবনের অধিকার রয়েছে। মনে রাখতে হবে, সুরক্ষা নীতিমালা এবং মানবিক সহায়তার মূল আদর্শমানের ভিত্তিই হলো দুর্যোগ মোকাবেলা বা সাড়দানের সকল ক্ষেত্রে জনগণের অন্তরভুক্তি ও জনসম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা।

করোনাভাইরাস সংক্রমন মোকাবেলা তখনই কার্যকর হবে যখন সকল আক্রান্ত মানুষজনকে স্ক্রিনিং করা যাবে এবং পরীক্ষা করে অসুস্থ পাওয়া গেলে - চিকিৎসা সেবা দেয়া যাবে। চিকিৎসা নিতে যারা দ্বিধান্বিত তাদের খুঁজে বের করতে হবে। আমাদের কিছু সমাজিক কুসংস্কারের কারণে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলে **বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার এই ভয়ে** অনেকেই তাদের রোগের কথা প্রকাশ করে না। বিরত থাকেন স্বাস্থ্যসেবা গ্রহন করা থেকে, সুস্থ আচরণ এবং স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তুলতে নিরুৎসাহিত বোধ করেন। এরকম পরিস্থিতিতে আক্রান্তদের অবস্থা বোঝা এবং যত্নশীল হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুরক্ষা নীতিমালা ১ ও ২ এ পরিস্থিতে খুবই প্রাসঙ্গিক। এ দুই নীতিতেই মানুষের আত্ম-মর্যাদা, সুরক্ষা এবং সহায়তা পাবার অধিকার নিয়ে বিশদভাবে বলা হয়েছে।

→ সুরক্ষা নীতি ১: *মানুষের নিরাপত্তা, আত্ম-মর্যাদা এবং অধিকার নিশ্চিত করা, অনিষ্টের আশংকা আছে এমন বিষয়গুলো এড়িয়ে চলা,* এখানে সুরক্ষা ঝুঁকি, পরিস্থিতি বিশ্লেষণের গুরুত্ব, স্পর্শকাতর তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং কমিউনিটি সুরক্ষা পদ্ধতির (যেগুলো জনস্বাস্থ্য উদ্দেশ্যসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ) পৃষ্ঠপোষকতা করা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

→ সুরক্ষা নীতি ২: *চাহিদা-ভিত্তিক, বৈষম্যহীন এবং নিরপেক্ষ মানবিক সহায়তার প্রাপ্যতা*। এই নীতিতে মানবিক সনদপত্রে উল্লেখিত স্ফিয়ারের তিনটি অধিকারের মধ্যে একটি অধিকারঃ মানবিক সহায়তা পাবার অধিকার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

২) সংঘবদ্ধ সামাজিক উদ্যোগ (Community engagement)

দুর্বল স্বাস্থ্যবিধি সংক্রামক ব্যাধিছড়ানোর একটি অন্যতম কারণ। করোনা ভাইরাস ড্রপলেটের (droplets) মাধ্যমে ছড়ায়। তাই, এর বিস্তার রোধে হাতের স্বাস্থ্যবিধি বিশেষ কার্যকর। এক্ষেত্রে কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করে হাত ধোয়া কেন্দ্রিক স্বাস্থ্যবিধির প্রসার কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এরকম স্বাস্থ্যবিধির প্রসার কার্যক্রমের সকল যোগাযোগ ও সিদ্ধান্তগ্রহণে কমিউনিটিকে পুরোপুরি ভাবে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং আস্থা তৈরি করা খুবই জরুরী।

স্বাস্থ্যবিধি প্রসার অবশ্যই নিয়মিত হাত ধোওয়ার প্রতি জোর দিতে হবে। এছাড়াও করোনাভাইরাস সংক্রমন মোকাবেলা সংক্রান্ত অন্যান্য নিরাপত্তা বিষয়াবলি যেমন একে অপরের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার উপরও জোর দিতে হবে।

→ হাত ধোয়া নিয়ে আরও জানতেঃ স্বাস্থ্যবিধির প্রসার আদর্শমান ১.১ (স্বাস্থ্যবিধির প্রসার) এবং ১.২ (স্বাস্থ্যবিধি উপকরণ) - Hygiene Promotion Standards 1.1 (Hygiene promotion) and 1.2 (Hygiene items).

কমিউনিটির দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিশ্বাস দুর্যোগ সাড়াদান বা রেসপন্স কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত বা বাঁধাগ্রস্ত করতে পারে। তাই, কমিউনিটির বিশ্বাস এবং দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা, সে অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রোগের বিস্তার রোধ করতে সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্তন করতে হতে পারে, উদাহরণ স্বরূপ, পরিচিতজনের সাথে সাক্ষাতে করমর্দন কিংবা স্থানীয় বাজারে পশু-পাখি এবং মাছ-মাংস বিক্রয় ও হস্তান্তর ইত্যাদির বিকল্প বের করা। এরকম যে কোনো পরিবর্তনের জন্য অবশ্যই কমিউনিটির সাথে আলোচনা করতে হবে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের অংশগ্রহণ ও সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে হবে। নিজেদের কমিউনিটিতে COVID-19 রোগ প্রতিরোধ করতে কমিউনিটির সকল সদস্যকে উদ্ভাবনী চিন্তা করতে এবং উদ্যোগী হতে উৎসাহিত করতে হবে। কমিউনিটি আউটরিচ ওয়ার্কার যারা বাইরে কাজ করবেন - আক্রান্ত ব্যক্তি খুঁজবেন বা এরকম অন্যান্য কাজে সরাসরি নিয়োজিত থাকবেন, তাদের অবশ্যই যথাযত প্রশিক্ষণ থাকতে হবে। (আরও দেখুন নিচের স্বাস্থ্য আদর্শমান ২.১.৪)

একইভাবে, কার্যকরী কমিউনিটি সম্পৃক্ততার মাধ্যমে **গুজব এবং ভুল তথ্য** দ্রুত চিহ্নিত করে তা রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। গুজব এবং ভুল তথ্য বিশেষ করে **শহর এলাকায়** খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। তাই কমিউনিটি ও তার আগ্রহী গ্রুপ যেমন স্কুল, ক্লাব, নারীদের গ্রুপ বা গাড়ি চালক ইত্যাদিকে গুজব এবং ভুল তথ্য চিহ্নিত ও রোধে কাজে লাগানো জরুরী। এক্ষেত্রে পাবলিক স্পেস, মিডিয়া এবং প্রযুক্তিগত সহায়তাও নেয়া যায়। প্রযুক্তির সাহায্যে আমরা খুব দ্রুত স্বাস্থ্যসেবা ও পরিচর্যা সম্পর্কে সঠিক তথ্য সরবরাহ করতে পারি। শহরাঞ্চলে সেকেন্ডারি এবং টারশিয়ারি (দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের) স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীরা হাসপাতল সমূহের কার্যক্রম বেশী থাকে, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা দিতে এইসব বড় হাসপাতালগুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা করতে হবে। সংক্রামক রোগের পূর্বাভাস এবং এমারজেন্সি রেস্পন্স বা জরুরী সাড়াদান কার্যক্রমে তাদের কাজে লাগানো যাবে।

→ কমিউনিটি এনগেজমেন্টের জন্য দেখুন: WASH অধ্যায় পরিচিতি (Introduction to the WASH chapter) এবং WASH আদর্শমান ৬ পরিচিতি: (মহামারীতে WASH ভূমিকা এবং স্বাস্থ্যসেবা স্থাপন)

→ শহরাঞ্চলের দিক নির্দেশনার জন্য দেখুন: *স্ফিয়ার কী?* শহরাঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য অংশ (Section on urban settings) এবং WASH অধ্যায় পরিচিতি (Introduction to the WASH chapter) ও স্বাস্থ্য অধ্যায় পরিচিতি (Introduction to the Health chapter)

৩) ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর (community) মানবিক ও অন্যান্য চিকিৎসা চাহিদা

→ ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের সামাজিক অবস্থানকে সুসংহত এবং মানসিক চাপ কমিয়ে তাদের স্বকীয়তাকে সমুন্নত করতে মনোসামাজিক এবং উপশমক (palliative) সেবা ব্যাপক ভূমিকা রাখে, দেখুন: **স্বাস্থ্য আদর্শমান ২.৬** এবং **২.৭ (Health standards 2.6** and **2.7.)**

স্ফিয়ার হ্যান্ডবুকের স্বাস্থ্য বিষয়ক অন্য সবগুলো আদর্শমানও করোনাভাইরাস মহামারী মোকাবেলায় প্রাসঙ্গিক। এগুলোর উল্ল্যাখযোগ্য - মাতৃ এবং প্রজনন স্বাস্থ্য, অসংক্রামক রোগ, আঘাত, শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা এবং অন্যান্য বিষয়াবলী। এসব স্বাস্থ্য সেবা সংক্রমিত ব্যক্তিষ সকলের জন্য অব্যাহত রাখতে হবে। পশ্চিম আফ্রিকায় ২০১৪ সালের ইবোলা মহামারী প্রতিরোধে অনেক স্বাস্থ্য কর্মীকে নিযুক্ত করার ফলে স্বাভাবিক স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমগুলো অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়নি। এর ফলে মাতৃমৃত্যু বেড়ে যায়, শিশুদের টিকাদান কর্মসূচি ক্ষতিগ্রস্থ হয়, যা পরের বছর রোগের প্রাদুর্ভাবের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়াও অসংক্রামক রোগে আক্রান্ত রোগীদের নিয়মিত চিকিৎসা দেয়া সম্ভব হয়নি। সেবা বন্ধ করে দেয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং অঞ্চলগুলোতে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্য।

খ) চিকিৎসা সাড়াদান (Medical response)

WASH এবং স্বাস্থ্য অধ্যায়গুলিতে করোনা ভাইরাসের চিকিৎসা সম্পর্কে দিক নির্দেশনা আছে।

১) WASH অধ্যায়

দয়া করে **স্বাস্থ্যবিধির প্রসার অংশে (Hygiene Promotion section)** মূল কর্মসুচি এবং সূচক নিয়ে যে দিকনির্দেনা দেয়া হয়েছে তা ব্যবহার করুন।

→ **আদর্শমান ১.১ (স্বাস্থ্যবিধির প্রসার)** অনুযায়ী *পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত জনস্বাস্থ্য বিষয়ক ঝুঁকি সম্পর্কে জনগণ সচেতন থাকবে এবং এগুলি হ্রাস করার জন্য ব্যক্তি, পরিবার এবং কমিউনিটি পর্যায়ে ব্যবস্থা গ্রহন করবে।*

→ **আদর্শমান ১.২ (স্বাস্থ্যবিধি উপকরণ)** অনুযায়ী *হাইজিন, মানব স্বাস্থ্য, মর্যাদা এবং মানব কল্যাণকে সমর্থন করার জন্য উপযুক্ত উপকরণগুলো ক্ষতিগ্রস্থ লোকেরা পাবে এবং ব্যবহার করতে পারবে।*

→ **WASH আদর্শমান ৬ (স্বাস্থ্যসেবা স্থাপনা বা সেটিংগুলিতে WASH)** অনুযায়ী *রোগের প্রাদুর্ভাব চলাকালীন সময় হতে শুরু করে সকল স্বাস্থ্যসেবা সেটিংগুলিতে WASH সংক্রমণ রোধ এবং নিয়ন্ত্রণের ন্যূনতম আদর্শমান বজায় রাখতে হবে।* এই আদর্শমানটি COVID-19 সাড়াদানে **সরাসরি এবং পুরোপুরি** ব্যবহার করা উচিত। এটি স্বাস্থ্যবিধির প্রচার এবং কমিউনিটির সাথে কাজ করার বিষয়টিও তুলে ধরে। এই চিত্রটি একটি মহামারী চলাকালীন কমিউনিটি/সমাজ-ভিত্তিক মূল ওয়াশ কর্মসূচি নিয়ে সংক্ষেপে ধারণা দেয়। COVID-19 এর ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যেমনঃ **হাতের স্বাস্থ্যবিধি** মেনে চলা।

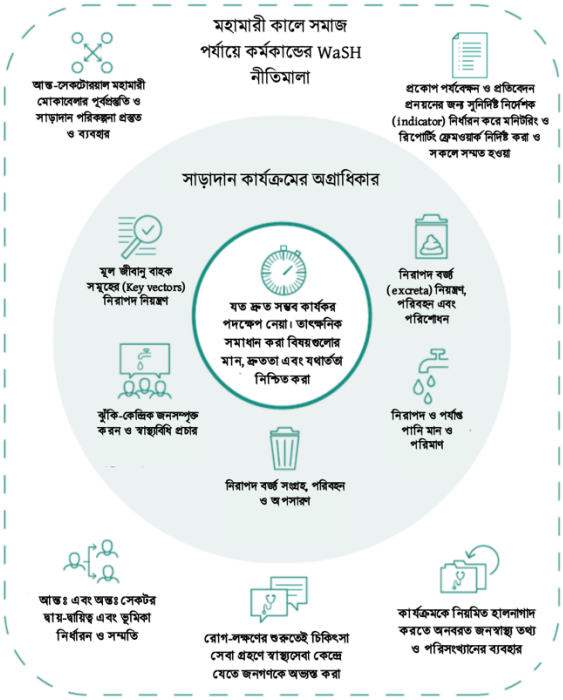

→ স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মসূচির জন্য, **সংক্রমক ব্যাধি আদর্শমান ২.১.১** থেকে **২.১.৪ (Communicable diseases standards 2.1.1** to **2.1.4** (নিচে দেখুন)

২) স্বাস্থ্য অধ্যায় (Health Chapter))

স্বাস্থ্য অধ্যায়টি দু'টি অংশে বিভক্ত: i) স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং ii) অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্যসেবা

i) স্বাস্থ্য ব্যবস্থা (Health system)

একটি কার্যকরী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যে কোন সংকট মোকাবেলায় সকল ধরণের স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা পূরণ করতে পারে। এমনকি বড় আকারের কোন রোগের প্রাদুর্ভাব চলাকালীন সময়েও অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পারে। জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে আঞ্চলিক, জেলা, কমিউনিটি, পরিবার পর্যন্ত,

সশস্ত্র বাহিনী এবং প্রাইভেট সেক্টর সকল পর্যায়ের, সবাইকে নিয়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। মানবিক সহায়তা প্রদানে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর দুর্যোগটির প্রভাব বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

করোনাভাইরাস মহামারী মোকাবেলায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অংশের পাঁচটি আদর্শমানই সর্বাংশে প্রাসঙ্গিক ও প্রযোজ্য। তবে, নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর বিশেষ জোর দিতে হবে:

→ **স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আদর্শমান ১.১ (স্বাস্থ্য সেবা প্রদান) - Health systems standard 1.1 (Health service delivery)**: এতে প্রাপ্যতা, গ্রহণযোগ্যতা, ক্রয়ক্ষমতা, জনগোষ্ঠী পর্যায়ে যত্ন, যথোপযুক্ত ও নিরাপদ সুযোগ-সুবিধা এবং সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ (Infection Prevention and Control - IPC) বিষয়ক নির্দেশিকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

→ **স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আদর্শমান ১.২ (স্বাস্থ্য সেবাদানকারী কর্মীবাহিনী) - Health systems standard 1.2 (Healthcare workforce)**: এতে অন্তর্ভুক্ত স্বাস্থ্যসেবার গুণগত মান সম্পর্কে নির্দেশিকা রয়েছে, যেখানে বিশেষ সাড়া প্রদানের জন্য সেবাদানকারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের প্রতি লক্ষণীয়ভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

→ **স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আদর্শমান ১.৩ (অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ এবং চিকিৎসা সরঞ্জামে প্রাপ্যতা) - Health systems standard 1.3 (Access to essential medicines and medical devices).**

→ **স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আদর্শমান ১.৫ (স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য) - Health systems standard 1.5 (Health information)**: এতে রোগ তত্ত্বাবধান বিষয়ে একটি অধ্যায় রয়েছে; সাথে যুক্ত আছে **সংক্রামক ব্যাধির আদর্শমান ২.১.২** (তত্ত্বাবধান, প্রাদুর্ভাব সনাক্তকরণ এবং দ্রুত সাড়াদান)।

ii) অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্যসেবা - সংক্রামক ব্যাধিবিষয়ক অধ্যায় (Essential healthcare – Section on Communicable diseases)

সংক্রামক ব্যাধি অংশের চারটি আদর্শমানের (স্বাস্থ্য মানসমূহ ২.১.১ - ২.১.৪) সবগুলোই অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এর মধ্যে রয়েছে প্রতিরোধ (২.১.১), তত্ত্বাবধান, প্রাদুর্ভাব সনাক্তকরণ এবং দ্রুত সাড়াদান (২.১.২); রোগ নির্ণয় ও রোগ ব্যবস্থাপনা (২.১.৩), এবং প্রাদুর্ভাব সম্পর্কিত প্রস্তুতি এবং সাড়াদান (২.১.৪)। তবে, নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ওপর বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবেঃ

→ **আদর্শমান ২.১.১ (প্রতিরোধ)**: *সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধে স্বাস্থ্যসেবা ও তথ্যের লভ্যতা।* এই আদর্শমান সংঘবদ্ধ সামাজিক উদ্যোগ বা কমিউনিটি এনগেজমেন্টর সাথে সম্পর্কিত। মূল করণীয়-২, আতঙ্ক ও গুজব বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ, কমিউনিটি সদস্য বা জনসাধারণকে বোঝা ও তাদের সম্পৃক্ত করার সাথে সম্পর্কিত। প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিষয়ক মূল করণীয় ৪ এবং ৫-ও সমান ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ঝুঁকি নিরূপণ, আন্তঃখাত প্রতিরোধ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক প্রচারণা ও টিকাদান (যদি পাওয়া যায়, বর্তমানে অনুমোদিত কোন টিকা নেই) বিষয়ক দিক নির্দেশনাগুলো পড়ুন।

→ **আদর্শমান ২.১.২ (তত্ত্বাবধান, প্রাদুর্ভাব সনাক্তকরণ এবং দ্রুত সাড়াদান) - Standard 2.1.2 (Surveillance, outbreak detection and early response)**: *তত্ত্বাবধান এবং প্রতিবেদন তৈরির ব্যবস্থা প্রাদুর্ভাব সনাক্তকরণ এবং দ্রুত সাড়াদানে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।* এই আদর্শমানকে সামগ্রিক ভাবে খেয়াল রাখতে হবে, মানটির সাথে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আদর্শমান ১.৫ (স্বাস্থ্য তথ্য, উপরে দেখুন) এর সংযোগ রয়েছে।

→ **আদর্শমান ২.১.৩ (রোগ নির্ণয় ও সেবা ব্যবস্থাপনা) - Standard 2.1.3 (Diagnosis and care management)**: মূল করণীয়গুলো (Key Actions – KA) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুস্পষ্ট ঝুঁকি সম্পর্কিত যোগাযোগ ও বার্তা বিনিময় (KA-১), প্রমিত রোগ ব্যবস্থাপনা বিধিসমূহ (KA-২) এবং পর্যাপ্ত গবেষণাগার এবং রোগ নির্ণয় সক্ষমতা (KA-৩) ইত্যাদি মূল করণীয়র অন্তর্ভূক্ত। দীর্ঘমেয়াদী সেবা যাতে বিঘ্নিত না হয় তা নিশ্চত করার বিষয়েও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে মূল করণীয় চার-এ (KA-৪)। এই আদর্শমানগুলোর উল্লেখযোগ্য নির্দেশিকাসমূহ হচ্ছেঃ চিকিৎসা বিধিসমূহ; তীব্র শাসতন্ত্রের সংক্রমণ (তবে, দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ ছাড়া অন্য কোন ভাইরাল সংক্রমণের ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক এর প্রয়োজন নেই), এবং ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা।

→ **আদর্শমান ২.১.৪ (প্রাদুর্ভাব সম্পর্কিত প্রস্তুতি এবং সাড়াদান) - Standard 2.1.4 (Outbreak preparedness and response)**: প্রথম মূল করনীয় (KA-১) প্রস্তুতি এবং সাড়াদান পরিকল্পনা বিষয়ক; নিয়ন্ত্রণের উপায়াসমূহ (KA-২), সরঞ্জাম সরবরাহ এবং সাড়াদানের সক্ষমতা (KA-৩) এবং সমন্বয় (KA-৪)। নির্দেশিকাসমূহের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে প্রাদুর্ভাব সম্পর্কিত প্রস্তুতি এবং সাড়াদান পরিকল্পনা; প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণ, মৃত্যু হার (Case fatality rate) (এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯-এ মৃত্যু হার ২%), এবং শিশুর যত্ন।